

বিনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ১৯৬১ সনে প্রথম কৃষি গবেষণা কর্মকান্ড শুরু হয় এবং এর গুরুত্ব ও অবদান বিবেচনা করে ১লা জুলাই ১৯৭২ সালে একটু বড় পরিসরে পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর এ গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সনে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) নামে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটি ১৯৮২ সনে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপ্রতি কর্তৃক ঘোষিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে একটি জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করে।

রূপকল্প (Vision):

ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ।

অভিলক্ষ্য (Mission):

পরমাণু ও জীবপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করে প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের সকল মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

বিনার ম্যান্ডেট

- কৃষি ক্ষেত্রে টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরমাণু শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন শস্যের উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন জাত উদ্ভাবন;
- কীট ও রোগবাহাই ব্যবস্থাপনা করা;
- কৃষিতাত্ত্বিক, মৃত্তিকা-উদ্ভিদ ও পানি সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা;
- নতুন উদ্ভাবিত শস্যের বিভিন্ন জাতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার উপর দেশের কৃষি অঞ্চল ভিত্তিক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা;
- ইনস্টিটিউটের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান/সংস্থা'র সাথে যৌথভাবে গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা;
- দ্বিপাক্ষিক চুক্তি'র মাধ্যমে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সায়েন্টিফিক ভিজিট এবং তথ্য বিনিময়ের চুক্তি করা।

সদর দপ্তর ও উপকেন্দ্র সমূহের অবস্থান

সদর দপ্তর

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাকুবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২।

উপকেন্দ্রসমূহ

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ১। বিনা উপকেন্দ্র, রংপুর। | ৮। বিনা উপকেন্দ্র, শেরপুর। |
| ২। বিনা উপকেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনা। | ৯। বিনা উপকেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
| ৩। বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা। | ১০। বিনা উপকেন্দ্র, নোয়াখালী। |
| ৪। বিনা উপকেন্দ্র, সাতক্ষীরা। | ১১। বিনা উপকেন্দ্র, বরিশাল। |
| ৫। বিনা উপকেন্দ্র, জামালপুর। | ১২। বিনা উপকেন্দ্র, গোপালগঞ্জ। |
| ৬। বিনা উপকেন্দ্র, মাগুরা। | ১৩। বিনা উপকেন্দ্র, খাগড়াছড়ি। |
| ৭। বিনা উপকেন্দ্র, সুনামগঞ্জ। | |

বর্তমান সরকারের গত ৭ (সাত) বছরের অগ্রগতি

১। বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবনঃ

বর্তমান সরকারের গত সাত বছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৯টি ফসলের ৪২টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। নিম্নে বছর ভিত্তিক জাত গুলোর নাম উল্লেখ করা হলোঃ

২০০৯ঃ বিনাছোলা- ৫ ও ৬, বিনামসুর-৪;

২০১০ঃ বিনাধান-৮ (লবণ সহনশীল), বিনামুগ-৮, বিনাটমোটো-৬;

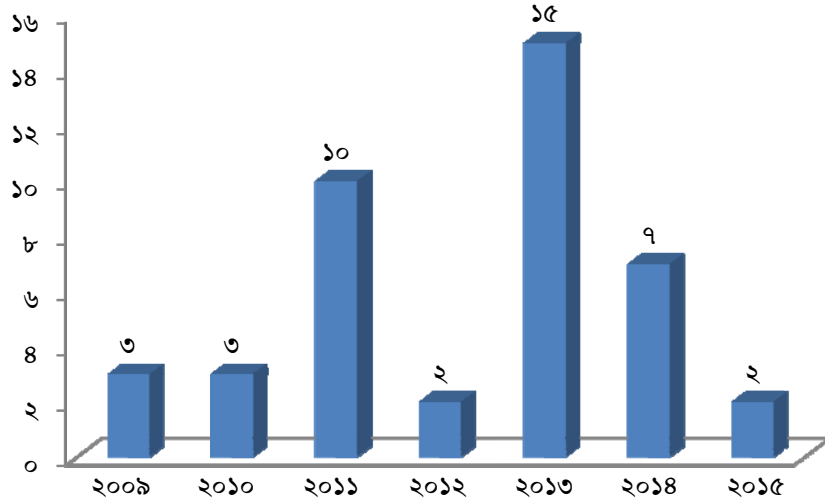
২০১১ঃ বিনাসরিষা- ৭ ও ৮, বিনাতিল-২, বিনাসয়াবিন-১ ও ২, বিনামসুর-৫ ও ৬, বিনাটমোটো-৭, বিনাচিনাবাদাম-৫ ও ৬;

২০১২ঃ বিনাধান-৯ ও বিনাধান-১০ (লবণ সহনশীল);

২০১৩ঃ বিনাছোলা- ৭ ও ৮; বিনাটমোটো-৮, ৯ ও ১০; বিনাসয়াবিন-৩ ও ৪; বিনাতিল-৩; বিনামসুর-৭; বিনাধান- ১১ ও ১২ (বন্যা সহনশীল), ১৩ ও ১৪; বিনাসরিষা- ৯ ও ১০;

২০১৪ঃ বিনাধান-১৫ ও ১৬; বিনাচিনাবাদাম- ৭, ৮ ও ৯; বিনামসুর- ৮ ও ৯;

২০১৫ঃ বিনাধান-১৭, বিনাধান-১৮



২। পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী ও ব্লক প্রদর্শনীঃ

বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাতের ফলিত গবেষণা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোট ১৩৮০০ টি পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী/ব্লক প্রদর্শনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে ইরাটম-২৪, বিনাধান-৪, বিনাধান-৫, বিনাধান-৬, বিনাধান-৭, বিনাধান-৮, বিনাধান-১০, বিনাধান-১১, বিনাধান-১৪, বিনাসরিষা-৪, বিনাসরিষা-৫, বিনাসরিষা-৭, বিনাসরিষা-৮, বিনাসরিষা-৯, বিনাসরিষা-১০, বিনাচিনাবাদাম-১, বিনাচিনাবাদাম-২, বিনাচিনাবাদাম-৩, বিনাচিনাবাদাম-৪, বিনাতিল-১, বিনাতিল-২, বিনাছোলা-৩, বিনাছোলা-৪, বিনাছোলা-৬, বিনাছোলা-৭, বিনামুগ-৫, বিনামুগ-৬, বিনামুগ-৭, বিনামুগ-৮, বিনামসুর-৫, বিনামসুর-৬ চাষাবাদের জন্য উপযোগী বেশ কিছু এলাকা সনাক্ত করা হয়েছে এবং চাষীদের মাঝে জাতগুলোর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বিনাধান-

৭ এর জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতটি আগাম পাঁকে বলে উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা প্রবন এলাকার নিরসনে তথা মঙ্গা পীড়িত এলাকার মানুষের অভাব দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিনাধান-৭ কর্তন করে রবি মৌসুমে আমন ও বোরো ধানের মাঝে একটি অতিরিক্ত ফসল হিসাবে বিনাসরিষা-৪/আলু/গম চাষের ফলে ফসলের নিবিড়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিনাধান-৮ ও বিনাধান-১০ চাষাবাদের ফলে লবণাক্ত এলাকায় ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যা দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ লবণাক্ত প্রবণ এলাকার জন্য অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও বিনাধান-১১ এবং বিনাধান-১২ চাষাবাদের ফলে জলমগ্ন এলাকায় কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৩। বীজ বিতরণঃ

গত ৭ বছরে বিনা উদ্ভাবিত উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ৭১০.০০ মেঃ টন বীজ উৎপাদন এবং ডিএই, বিএডিসি, এনজিও, বীজ ব্যবসায়ী ও কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

৪। বিনা'র বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও চাষী প্রশিক্ষণঃ

বিগত ৭ বছরে ১৫২২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী/ কৃষক/সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সময়ে বিনা'র ৬৪ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা কে “Nuclear Techniques in Agricultural Research” বিষয়ে চীন/মালয়েশিয়ায় ১২ দিনের গ্রুপ প্রশিক্ষণ এবং ১২ জন বিজ্ঞানীকে ৬ মাসের ও ১ জন বিজ্ঞানীকে ৩ মাস মেয়াদী কৃষি নিউক্লিয়ার বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ১২৩ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Korean IT Volunteers কর্তৃক ICT বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী (১০দিন) আভ্যন্তরিন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫। মাঠ দিবসঃ

বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত চাষের জন্য চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং গণমাধ্যম কর্মীদের সরেজমিন পরিদর্শনের লক্ষ্যে মোট ১৮৭ টি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে।

৬। মুদ্রনঃ

১২ ফসলের বিভিন্ন জাতের মোট ১,৫০,০০০ কপি এবং ৬টি বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি পরিচিতি ২৫ হাজার কপি এবং BINA Profile এর ৫০০০ কপি মুদ্রন করা হয়েছে।

৭। বিনা প্রযুক্তি পল্লী স্থাপনঃ

বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিনা সদর দপ্তর এবং উপকেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিনা প্রযুক্তি পল্লী স্থাপনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বিনা সদর দপ্তর, ঈশ্বরদী, মাগুড়া, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা, জামালপুর এবং রংপুর উপকেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সফলভাবে বিনা প্রযুক্তি পল্লী স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নতুন ৭টি উপকেন্দ্র (খাগড়াছড়ি, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, নোয়াখালী, গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও প্রযুক্তি পল্লী স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ঐ সব এলাকার কিছু গ্রামে শীঘ্রই প্রযুক্তি পল্লী স্থাপন করা সম্ভব হবে।

৮। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নঃ

নতুন ৩টি গবেষণা বিভাগ (বায়োটেকনোলজি, হার্টিকালচার ও কৃষি অর্থনীতি বিভাগ) ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭টি জেলায় (খাগড়াছড়ি, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, নোয়াখালী, গোপালগঞ্জ, বরিশাল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) নতুন ৭টি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে গবেষণা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৯। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অর্জনঃ

- এছাড়া ১৭টি নন-কমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শস্যের নতুন জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত ১০,৫০০ কুরি ক্ষমতা সম্পন্ন ২.৪৭ কোটি (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ) টাকা মূল্যের একটি গামা সোর্স স্থাপন করা হয়েছে।
- বৈরী আবহাওয়া, লবনাক্ততা, খরা ও জলমগ্ন সহিষ্ণু বিভিন্ন শস্যের নতুন জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের আই.আর.এম.এস যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।
- তেজস্ক্রিয় পদার্থ মনিটরিং ও নিরাপত্তার নিমিত্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ হেলথ ফিজিক্স ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।
- বিনা'র প্রধান কার্যালয়ে ওয়াই-ফাই জোন/ইউটিপি ক্যাবল এর মাধ্যমে LAN স্থাপন করা হয়েছে।

১০। কৃষিতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রাপ্ত পুরস্কারঃ

- কৃষি গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বায়োটেকনোলজি বিভাগ, বিনা কর্তৃক ২০১৩ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে “বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৮” (রৌপ্য পদক) লাভ।
- কৃষি গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক ২০১৪ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে “বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯” (স্বর্ণ পদক) লাভ।
- কৃষি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড হতে “মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড সম্মাননা পদক-২০১৪” পদক লাভ।
- ফুড সিকিউরিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম, পিএসও এবং প্রধান, বায়োটেকনোলজী বিভাগ, বিনা কে ২০১৪ সালে জাতিসংঘের এফএও-আইইএ হতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে “আউটস্ট্যান্ডিং এচিভমেন্ট এওয়ার্ড” লাভ।
- ফুড সিকিউরিটিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ড. মিজা মোফাজ্জল ইসলাম, পিএসও এবং প্রধান, বায়োটেকনোলজী বিভাগ, বিনা কে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি কর্তৃক “Best Young Scientist-2012” পুরস্কার লাভ।